NRBCBSL daily news recap 08.07.2020

শেয়ারবাজারের লেনদেনের সময়সূচি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে বুধবার থেকে

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে শেয়ারবাজারের লেনদেনের সময়সূচি। কাল বুধবার থেকে শেয়ারবাজারে সকাল সাড়ে ১০ টায় লেনদেন শুরু হয়ে একটানা চলবে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। আজ মঙ্গলবার দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের ফলে দেশের শেয়ারবাজারের লেনদেন আবারও স্বাভাবিক সময়ের অবস্থায় ফিরে যাবে। করোনার কারণে এতদিন শেয়ারবাজারে লেনদেনের সময়সীমা কিছুটা কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া একটানা ৬৬ দিন লেনদেন বন্ধ ছিল শেয়ারবাজারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এত দীর্ঘ সময় একটানা কখনও শেয়ারবাজারে লেনদেন বন্ধ ছিল না।

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) আজ আলাদা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে বুধবার থেকে আবারও লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ব্যাংকের লেনদেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ায় শেয়ারবাজারের লেনদেনও বুধবার থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। সেক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ১০ টায় লেনদেন শুরু হয়ে একটানা তা আড়াইটা পর্যন্ত চার ঘন্টা চলবে। আজ শেয়ারবাজারে লেনদেন হয়েছে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত— মোট তিন ঘন্টা।

ডিএসই জানিয়েছে, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে দেশের করোনা পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করলে ১৯মার্চ থেকে শেয়ারবাজারে লেনদেনের সময় একঘন্টা কমিয়ে দেওয়া হয়। করোনার কারণে সরকার ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে শেয়ারবাজারের লেনদেনও বন্ধ রাখা হয়। ৬৬ দিন টানা বন্ধের পর ৩১ মে আবারও চালু হয় শেয়ারবাজারের লেনদেন।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1667543/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F

ব্যাংকের মূলধন, স্থায়ী বন্ড ও শেয়ারবাজারের লাভ-ক্ষতি

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বলছে এখন থেকে ব্যাংকের পারপিচুয়াল বন্ড বা স্থায়ী বন্ডকে শেয়ারবাজারে কেনাবেচার সুযোগ করে দেওয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান তৈরি করবে বিএসইসি। গত রোববার নতুন এই সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি। বিএসইসির এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, বাজারে পণ্য বৈচিত্র্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। কেন ভালো উদ্যোগ?-এ নিয়ে শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তি, বাজার বিশ্লেষক, ব্যাংকারসহ অনেকের সঙ্গে কথা হয়। তারা বলছেন, বর্তমান সময়ে ব্যাংকের আমানতের সুদ হার যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে এ ধরনের বন্ডে বিনিয়োগের প্রতি সাধারণ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের বেশ আগ্রহ থাকবে। কারণ এতে সুদ হার বাজারের প্রচলিত হারের চেয়ে বেশি থাকে বা থাকবে। শেয়ারবাজারে সাধারণ কোনো শেয়ারে বিনিয়োগ করলে তা থেকে বছর শেষে লভ্যাংশ পাওয়া না পাওয়ার একটা অনিশ্চয়তা তো থাকে। কিন্তু স্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু সুদের হার নির্দিষ্ট করা থাকে, তাই বছর শেষে সেটির হেরফের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি না বন্ড ইস্যুকারী ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে না যায়।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1667478/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0

Bourses back to regular trading hours Wednesday

Trading on Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) will return to normal schedule of four hours tomorrow (Wednesday).

As per the new decision, trading at the bourses will begin at 10:30am and continue till 2:30pm from Wednesday instead of the previous timing of 10:00am to 1:00pm, officials said.

Earlier on March 18, the country's two bourses cut the trading time by one hour in the wake of growing concern over the impacts of Covid-19 pandemic, which was effective from March 19.

Trading at the bourses had continued from 10:30am to 1:30pm instead of 2:30pm. Later, from June 18, it was scheduled for 10:00am to 1:00pm in line with the banking hours.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bourses-back-to-regular-trading-hours-wednesday-1594116055

Crest Securities owner, wife 'confesses to crime'

Crest Securities Ltd Managing Director Md Shahid Ullah and his wife Nipa Sultana have confessed to their involvement with the embezzlement of clients' funds during primary interrogations, police say.

"As a Dhaka Stock Exchange, or DSE, brokerage house, Crest Securities Ltd used to trade in the market with 22,000 Beneficiary Owners or BO accounts," DMP Additional Commissioner Abdul Baten said during a press conference on Tuesday, reports bdnews24.com.

"The arrestees have stashed away Tk 180 million out of Tk 1 billion invested by 22,000 clients of the company so far," Baten added.

Shahid and Nipa went into hiding after shutting all activities of Crest Securities on June 22. Two separate cases were subsequently started at Paltan Police Station against the firm by two of its clients.

On Monday, law enforcers arrested them from an area between Lakshmipur and Noakhali on Monday.

"The company has taken Tk 300 million in loans as well from some 45 people promising to give them a cut from their profits. The couple went into hiding only to embezzle the funds," Baten said.

Asked if the embezzled money was smuggled out abroad, Baten added, "We will investigate the matter. We will take legal action against them after discussing it with the authorities of DSE."

According to the information given on the website of the brokerage house, Crest Securities was incorporated in 2006. The company has three branches in Dhaka, Narayanganj and Cumilla.

The DSE suspended all transactions of the brokerage house following the incident.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/crest-securities-owner-wife-confesses-to-crime-1594135670

Dhaka stocks remain afloat

Dhaka stocks crawled to gains on Tuesday as some investors continued bargain hunting amid the news that the market will return to its normal trading hours today.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, gained 0.17 per cent, or 7.15 points, to close at 3,994.65 points on the day after gaining 13.13 points in the previous session.

The DSE on Tuesday on its web site announced that the trading on the bourse would take place as per its normal schedule from 10:30am to 2:30pm from today instead of 10:00am-1:00pm set by the DSE due to COVID-19 outbreak in the country.

The market gained slightly for the second day as some investors, especially the institutional ones, went on buying shares at the lowest possible prices under the floor price system introduced by the Bangladesh Securities and Exchange Commission on March 19 to check free fall on the market amid the pandemic.

Market operators said that more than two-thirds of the scrips remained stuck at the floor prices that lured some investors into buying shares.

Besides, the media reported that 14 banks formed special funds worth Tk 1,700 crore to invest in the market that might also encourage some investors, they said.

The BSEC on July 2 asked 61 directors of 22 listed companies to ensure 2 per cent minimum shareholdings within 45 days that might also inspire few investors, they said.

The market still remained subdued as the pandemic situation was worsening day by day.

A small number of investors, especially the institutional ones, have been trading shares of some selective companies particularly those of pharmaceutical ones in recent weeks.

Of the 312 scrips traded on the DSE on Tuesday, 36 declined, 47 advanced and 229 remained unchanged.

Investors remained worried about the possible adverse impact of prolonged pandemic situation on the country's economy.

The death toll from the deadly virus rose to 2,151 and the number of total cases of infection stood at 1,68,645 on Tuesday.

EBL Securities in its daily market commentary said, 'The index reached the 4,000-point mark after one month as investors went for buying some undervalued stocks at the lowest possible prices riding on the regulatory attempts for ensuring mandatory shareholding rules. Besides, the market remained flat as many investors are still watchful as the impact of COVID-19-induced uncertainty is still soaring over the whole economy.'

The turnover on the bourse declined to Tk 138.56 crore on Tuesday compared with that of Tk 150.06 crore in the previous trading session.

DSE blue-chip index DS30 added 0.27 per cent, or 3.75 points, to close at 1,346.47 points on the day.

The DSES index also gained 0.20 per cent, or 1.88 points, to settle at 923.84 points.

Beacon Pharmaceuticals led the turnover chart with its shares worth Tk 12.74 crore changing hands on the day.

Beximco Pharmaceuticals, Exim Bank, Orion Pharmaceuticals, Progressive Life Insurance, Wata Chemicals, Bangladesh Submarine Cables Company, Rupali Life Insurance, Indo-Bangla Pharmaceuticals and Orion Infusions were the other turnover leaders.

https://www.newagebd.net/article/110540/dhaka-stocks-remain-afloat

গ্রাহকদের ১৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ক্রেস্টের এমডি

দেশের পুঁজিবাজারে অন্যতম বড় কেলেঙ্কারির জন্মদাতা ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. শহিদুল্লাহ প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকদের জমাকৃত ১৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে অবশ্য গ্রাহজকদের টাকার পরিমাণ ছিল আরও বেশি। এর পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এই সদস্য প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ হাজার গ্রাহক রয়েছে।

সময়-সুযোগ পেলে হয়তো আরও টাকা সরিয়ে নিতেন তিনি এবং তার স্ত্রী। কিন্তু নানা কারণে সেটি করতে সক্ষম হননি।

সোমবার পুলিশের গোয়েন্দা শাখা-ডিবি'র হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে মোঃ শহিদুল্লাহ এই টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছেন। গতকাল ডিবি লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীর সীমান্ত এলাকা থেকে স্ত্রী নিপা সুলতানসহ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। শোঃ শহিদুল্লার স্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির একজন পরিচালক।

আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রপলিট্যান পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. আবদুল বাতেন।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টে গ্রাহকের শেয়ার কেনাবেচার ১০০ কোটি টাকার জমা ছিল। সেই টাকা আত্মসাতের টার্গেট ছিল তাদের। ১৮ কোটি টাকা তুলেও ফেলেছিল তারা। তবে এর আগেই ডিবির অভিযানে ধরা পড়ে।

মো. আবদুল বাতেন বলেন, এমডি ও তার স্ত্রী গত ২২ জুন তার ক্রেস্ট সিকিউরিটিস স্টক ব্রোকারেজ হাউজটি বন্ধ করে চলে যায়। তার প্রতিষ্ঠানে আনুমানিক ২২ হাজার বিও অ্যাকাউন্টধারীদের শেয়ারবাজারে শেয়ার কেনাবেচার ১০০ কোটি টাকা ছিল। শহিদুল্লাহ ২২ তারিখে তার প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ কোটি টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে শিফট করে প্রতারিত করার জন্য সরিয়ে নিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা যখন দেখলো যে অ্যাকাউন্টে টাকা নেই, তখন তারা অফিসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো। তখন দেখে অফিস তালা ও শহিদুল্লাহ, তার স্ত্রী ও ভাই পালিয়ে গেছে। উল্লেখ, গত মাসের (জুন) শেষ সপ্তাহে হঠাৎ ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের প্রধান কার্যালয়সহ সব শাখা অফিস বন্ধ করে দিয়ে আত্মগোপন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শহীদুল্লাহ, তার স্ত্রী নিপা সুলতানা। তারা গ্রাহকদের টাকা ও শেয়ার আত্মসাত করে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন গ্রাহকরা। হাজী নিশাত নামে একজন গ্রাহক ২৫জুন রমনা থাকায় একটি জিডিও দায়ের করেন।

অন্যদিকে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ২৫ জুন ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ, এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তার স্ত্রীর নামে থাকা সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। পাশাপাশি তারা যাতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে সে লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলারক্ষাবাহিনীকেও জানানো হয় বিষয়টি। তখন থেকেই তাদেরকে আটক করার জন্য মাঠে ছিল পুলিশ ও বিভিন্ন সংস্থা।

তবে মোঃ শহীদল্লাহ ও তার দোসররা বিনিয়োগকারীদের কি পরিমাণ অর্থ ও শেয়ার আত্মসাত করেছে তা এখনো জানা যায়নি। এ বিষয়ে ব্রোকারহাউজটির গ্রাহকদের কাছ থেকে তথ্য চেয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ডিএসই। তারা এক সংবাদ সম্মেলনে বিনিয়োগকারীদের আশ্বাস দিয়েছে, তার টাকা ও শেয়ার খোয়া গিয়ে থাকলে তা ফেরত পাওয়ার সব ব্যবস্থা করবে ডিএসই।

http://www.arthosuchak.com/archives/593552/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%be/

লেনদেনের শীর্ষে বিকন ফার্মা

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ মঙ্গলবার লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে বিকন ফার্মা লিমিটেড। আজ কোম্পানিটি ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন করেছে। দিন কোম্পানিটির ২০ লাখ ৭১ হাজার টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকার। এদিন কোম্পানিটি ১২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৩০টি শেয়ার হাতবদল করেছে।

এক্সিম ব্যাংক ৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

লেনদেনের তালিকায় উঠে আসা অন্য কোম্পানিগুলো হচ্ছে – ওরিয়ন ফার্মা, প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ওয়াটা কেমিক্যাল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস কোম্পানি, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ইন্দো-বাংলা ফার্মা, ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড।

http://www.arthosuchak.com/archives/593511/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a7%80%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b0-2/

গ্রাহকের ১৮ কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান

গ্রাহকের ১৮ কোটি টাকা আত্মসাতের কথা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান মো. শহিদুল্লাহ। এর বাইরে মুনাফা দেয়ার কথা বলে ৩০-৩৫ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। গতকাল সোমবার শহিদুল্লাহ দম্পতিকে গ্রেফতারের পর আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সকালে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ মূলত স্টক ব্রোকারেজ হাউজ। রাজধানীর পল্টন ও জনসন রোডে দুটি এক্সটেনশন অফিস ছাড়াও প্রগতি সরণি, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় তাদের শাখা অফিস রয়েছে। ব্রোকারেজ হাউজটির অধীনে ২২ হাজারের মতো অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাতে যে শেয়ার রয়েছে, তার বাজারমূল্য ১০০ কোটি টাকা।

গ্রেফতার অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া ডিবির রমনা বিভাগের ডিসি এইচএম আজিমুল হক জানান, শত শত গ্রাহকের টাকা আত্মসাত করে শহিদুল্লাহ সস্ত্রীক আত্মগোপনে যান। এরপর প্রতারণার শিকার দু'জন পল্টন থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় তারা অভিযোগ করেন, তাদের কাছ থেকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ নিয়ে লাপাত্তা হয়েছেন শহিদুল্লাহ। ওই মামলায় শহিদুল্লাহ ও তার স্ত্রী নিপাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মামলার আরেক আসামি শহিদুল্লাহর ভাই ওহিদুজ্জামানকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এর আগে ঢাকার পুঁজিবাজারের ব্রোকারেজ হাউজ ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ গুটিয়ে মালিক শহিদুল্লাহ লাপাত্তা হয়ে যান। এতে বিপাকে পড়েন ব্রোকারেজ হাউজটির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীরা। করোনাভাইরাস মহামারীর সঙ্কটকালে তাদের শেয়ার ও অর্থ আটকে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন গ্রাহকেরা। তাদের দায়ের করা মামলায় লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালী সীমান্ত এলাকা থেকে শহিদুল্লাহকে সস্ত্রীক গ্রেফতার করা হয়।

https://bonikbarta.net/home/news_description/234759/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8

ওয়ালটনের আইপিও সাবস্ক্রিপশন শুরু ৯ আগষ্ট

প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার ইস্যুর জন্য এ বছরের ৯ আগষ্ট থেকে সাবস্ক্রিপশন শুরু হচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের। চলবে ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ৭২৯ তম কমিশন সভায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে কাট অফ প্রাইস বা প্রান্তসীমা মূল্যের চেয়ে ২০ শতাংশ কমে কোম্পানিটির শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বিএসইসি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজকে ১০০ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ২৯ লাখ ২৮ হাজার ৩৪৩টি সাধারণ শেয়ার আইপিওর মাধ্যমে ইস্যুর প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর মধ্যে ১৩ লাখ ৭৯ হাজার ৩৬৭টি শেয়ার যোগ্য বিনিয়োগকারীদের কাছে তাদের নিজেদের বিডিংকৃত মূল্যে ইস্যু করা হবে। যোগ্য বিনিয়োগকারীরা বিডিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানিটির শেয়ারের কাট অফ প্রাইস ৩১৫ টাকা নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ৯৭৬ টি শেয়ার কাট অফ প্রাইসের ২০ শতাংশ কমে অর্থ্যাৎ ২৫২ টাকায় ইস্যু করা হবে।

এর আগে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বৃহত্তর স্বার্থে ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কাট অফ প্রাইসের ১০ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশ কমে শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের পর্ষদ। এজন্য কোম্পানিটির পক্ষ থেকে কাট অফ প্রাইসের ২০ শতাংশ কমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনুক‚লে ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ৯৭৬টি শেয়ার ইস্যুর জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল।

এ বছরের ২ মার্চ বিকাল ৫টা থেকে ৫ মার্চ বিকাল ৫টা পর্যন্ত টানা ৭২ ঘন্টা ওয়ালটনের শেয়ারের কাট-অফ প্রাইস নির্ধারণে ইলেকট্রনিক বিডিং অনুষ্ঠিত হয়। বিডিংয়ে কোম্পানিটির কাট অফ প্রাইস নির্দারিত হয় ৩১৫ টাকা। পাবর্লিক ইস্যু রুলস অনুসারে কাট অফ প্রাইসের ১০ শতাংশ কমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ইস্যু করা হয়ে থাকে। সে হিসেবে ২৮৩ টাকায় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ওয়ালটনের শেয়ার পাওয়ার কথা ছিল।

প্রসঙ্গত, এ বছরের ৭ জানুয়ারি বিএসইসির ৭১৪তম কমিশন সভায় কোম্পানিটির আইপিও বিডিং অনুমোদিত হয়। আইপিওর মাধ্যমে সংগৃহীত ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকায় বিএমআরই, ৩৩ কোটি টাকা ব্যাংকঋণ পরিশোধ ও সাড়ে ৪ কোটি টাকা আইপিও প্রক্রিয়ার খরচ নির্বাহে ব্যয় করবে তারা।

৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৯ হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিসহ কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) ২৪৩ টাকা ১৬ পয়সা, পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ছাড়া যা ১৩৮ টাকা ৫৩ পয়সা। গত পাঁচ বছরে কর-পরবর্তী নিট মুনাফার ভারিত গড় হারে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) ২৮ টাকা ৪২ পয়সা। কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনা দায়িত্বে রয়েছে ট্রিপল এ ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

https://bonikbarta.net/home/news_description/234787/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A7%AF-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F